গোরাই ব্রিজ
অথবা
গৌরী-সেতু

ত্রেতাযুগে সীতানাথ সীতা উদ্ধারিতে।
বেঁধেছিল সিন্ধুসেতু বানর সহিতে॥
নল নীল হনুমান জাম্বুবান আদি।
সমতুল কপিকুল নাহি অন্যবাদী॥
প্রাণপণে সযতনে সবে করি বল।
বাঁধিল দুরন্ত সিন্ধু মরি কি কৌশল॥
ধন্য ধন্য ধন্য বীর ধন্য রঘুমণি।
সেতু বেঁধে উদ্ধারিলে আপন রমণী॥
সেতুবন্ধ রামেশ্বর মহা তীর্থস্থান।
কতই হয়েছে মরি তাহার সম্মান॥
এবে কলিকালে দেখ কলি মহারাজ।
সাজায় ভারত-মায়ে মনোমত সাজ॥
এমন নিঠুর রাজা দেখি না কোথায়।
লৌহহার পরাইছে মায়ের গলায়॥
ওদিকে হয়েছে সারা পশ্চিম প্রদেশ।
বাকি ছিল তাও হল বাঙ্গালের দেশ॥
ধিক তোরে কলিরাজা বলিব কি আর।
বৃদ্ধা মার গলে দেও লৌহময় হার॥
বাঙ্গালী হবে না এত নিঠুর হৃদয়।
তাই ভেবে রাঙ্গামুখ করেছ আশ্রয়॥
রাঙ্গামুখ কটা চ'ক বড় বুদ্ধিমান।
কৌশলে মায়ের গলে মালা করে দান॥
কলিকাতা ঢাকা আর কেন ফাক রয়।
দেও হার গলে তুলি কলিরাজ কয়॥

অমনি সাজিল বীর কত শত শত।
জগতী হইতে সবে হইল নির্গত ।।
সে কালের মত বীর এরা কেহ নয়।
অসি চর্ম্ম বর্ম্ম আদি কিছু নাহি লয় ।।
দড়া দড়ি খুট খন্তা এদের সম্বল।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ।।

বাঙ্গাল কাঙ্গাল বড় কিছু দড় নয়।
ধবল মুখের বোলে কম্পিত হৃদয় ।।
ছিলাম জঙ্গলে সবে বাঙ্গাল দেশেতে।
কটা চ'কে তোষি কত প্রাণের ভয়েতে ।।
ঘরবাড়ী ভেঙ্গেচুরে করে ছারখার।
তবু বলি রক্ষা কর ধর্ম্ম-অবতার ।।
দেখিতে দেখিতে গৌরীতটে উপনীত।
হুজুর মজুর লয়ে বড়ই দুঃখিত ।।
বেগবতী স্রোতস্বতী গৌরী ভয়ঙ্করী।
দেখে ভেবে ভয়াকুল উপায় কি করি ।।
এর পারে লৌহহার কেমনে লইব।
কেমনে লঙ্ঘিব এরে কেমনে যাইব ।।
সকলেই এই ভেবে হইল অস্থির।
বাঁধিব গৌরীতে সেতু শেষে করি স্থির ।।
সেতু বেঁধে পার হব পারে লব হার।
দেখিব গৌরীর গর্ব্ব দেখিব এবার ।।
দলে দলে শ্বেতকায় জুটিল আসিয়া।
কেমনে বাঁধিবে গৌরী ভাবিছে বসিয়া ।।
পরামর্শ হল শেষ অশেষপ্রকার।
বাঁধিব বাঁধিব সেতু বাঁধিব এবার ।।

দলের প্রধান যিনি বসি উচ্চাসনে।
করিলেন আজ্ঞা সবে মধুর বচনে ॥
গৌরীর পশ্চিম তটে কিছু ভয় নাই।
চারিদিগে ঘিরে আছি আমরা সবাই ॥
সুনিয়মে সব কার্য্য সমাধা হইবে।
অল্প সংখ্যা লোক মাত্র এপারে থাকিবে ॥
পূর্ব্ব পারে আমাদের থাকিবে সকল।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥

পূর্ব্বপারে আমাদের কোন মিত্র নাই।
সতর্কে থাকিতে হবে একত্রে সবাই ॥
আমরা বিদেশী এসে ঘিরিয়াছি দেশ।
কাজেই হইবে মনে তাহাদের দ্বেষ ॥
ঢাকাই বাঙ্গাল দল আমাদের দলে।
আসিয়া মিলিছে তারা ফল পাবে ব'লে ॥
কিন্তু তারা এদেশের কিছুই জানে না।
এদেশে তাদের কথা কেহই বোঝে না ॥
ছলে হ'ক বলে হ'ক কৌশল করিয়া।
দিতে হবে দেশী লোক দলে মিশাইয়া ॥
সুধু চাষা নিলে কিছু উপকার নাই।
সব দল হতে কিছু কিছু লওয়া চাই ॥
চাষাদের কুলি ব'লে কর সম্ভাষণ।
তাতেই সন্তুষ্ট হবে তাহাদের মন ॥
শাদা বস্ত্র জুতা পায় যাদের দেখিবে।
বাবু বলে সমাদর তাদের করিবে ॥
হিন্দুস্থানী মারয়ারী খোট্টা বুনগণ।
বাছিয়ে লইবে সংখ্যা করিয়ে গণন ॥
এসকলে কোন কালে হবে না প্রণয়।
আমরা করিব তাহা যাহা মনে লয় ॥

হবে না হবে না ঐক্য, এ দল ও দল।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ।।

অর্থের অসাধ্য কিছু নাই এ মহীতে।
উপস্থিত হল সব দেখিতে দেখিতে ।।
কার্য্যকর্ত্তা হইলেন লেসলী প্রধান।
ইঁহার বুদ্ধিতে সেতু হইবে নির্ম্মাণ ।।
বেনিডিক্‌ট এসিষ্টেণ্ট হইল তাঁহার।
নিকলসন্ ন্যাস্ কেরি গুণের আধার ।।
রাঙ্গা কালা শাদা মুখ সাহেব-তনয়।
ঝাঁকে ঝাঁকে পালে পালে উপস্থিত হয় ।।
বাঁধিতে গৌরীর সেতু হরষিত মন।
শাদা বস্ত্র জুতা ধারী জোটে অগণন ।।
বাপের তাড়ান কত মায়ের খেদান।
জোটা মাত্র পদ পেয়ে বাড়িল সম্মান ।।
রাম কৃষ্ণ, যদু যাদু, প্রসন্ন রাখাল।
নসী, শশী, নন্দ, চন্দ্র, গোবিন্দ, গোপাল ।।
সূর্য্য, শীল, আইজদ্দী, মহেন্দ্র, মহেশ।
গুপ্তবাবু জিতেন্দ্রিয় গুণেতে অশেষ ।।
আর কত বাবুগণ কে পারে গণিতে।
কতজন সাজে বঙ্গে কে পারে বর্ণিতে ।।
নানা রঙ্গে বাজিরাজি সাজায় বিস্তর।
মহিষ বলদ মেষ কুকুর শূকর ।।
সংগ্রহ করিছে কত নানামত ফল।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ।।

দাঁড়াইল গৌরীতীরে সারি সারি সবে।
দেখি চমকিত লোক এরা কারা হবে ।।
গৌরী পার হবে ব'লে সাজিল সকল।
বাজিল বাঁশির বাদ্য ইঞ্জিনারী কল ।।
ষ্টীমার পন্টুন জোড়া বোট ডিঙি।

ফেলাট ঢাকাই বোট বড়লাল ডিঙি ।।
আসিল এপারে সবে করিবারে পার ।
দেখি হরষিত-চিত মরি কি বহার ॥
সকলেই পারে যাবে বলে দাঁড়াইল ।
হাসি হাসি কর্ত্তা আসি কহিতে লাগিল ।।
ক্রমে পার হও সবে হয়ো না অস্থির ।
হয় নাই এ পারের কোন কার্য্য স্থির ।।
কে থাকিবে কার্য্যকর্ত্তা, কুলি কতজন ।
কে করিবে বার্ত্তাবহকার্য্য সংঘটন ।।
জীবামে রাখিয়া যাই কার্য্যভার দিয়া ।
বার্ত্তাবহ কর্ত্তা দেই সূর্য্যকে করিয়া ।।
সূর্য্য যদি বার্ত্তাবহকর্ত্তা হয়ে রয় ।
সুনিয়মে সব কার্য্য হইবে নিশ্চয় ।।
অপর এপারে থেকে না পাইবে দিশে ।
থাক সূর্য্য এই পারে মনের হরিষে ।।
এত বলি সবে মিলি তরী আরোহিল ।
বদর বলিয়া মাঝি তরণী খুলিল ।।
ষ্টীমারে ধপ ধপ করিতেছে কল ।
বোটে দাঁড় মারে দাঁড়ী করে কত বল ।।
দরিয়া গাজি বলে কেহ ছাড়িয়া তরণী ।
পড়িছে ছিঁড়িয়ে দাঁড় উঠিছে অমনি ।।
ওপারে চলিয়া যায় দেখিতে দেখিতে ।
গৌরী পার হলো সবে হাসিতে হাসিতে ।।
ভীষণ তরঙ্গ গৌরী করে কল কল ।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ।।
উঠিল কাসীমপুরে একত্রে সকলে ।
নিরূপিত স্থানে স্থানে সব যায় চ'লে ।।
কাসীমপুরেতে কেহ, কেহ বা কয়ায় ।
রহিলেন বাসা করি যথায় তথায় ।।

কোন বাবু বিবি আনি রাখিলেন ঘিরে।
কেহ মাঠে কেহ গ্রামে কেহ গৌরীতীরে ।।
শত শত বারনারী আসিয়া জুটিল।
কেহ নিজে ঘরে কেহ বাসায় রহিল ।।
সাহেবের বিবি সব গাউন পরিয়া।
সকালে বিকালে মাঠে বেড়ায় ঘুরিয়া ।।
'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী' কটা কটা কেশ।
মুখে গন্ধ, সব মন্দ সুধু ভাল বেশ ।।
কেবা বা কার ভালবাসা, কেবা কার নারী ।।
অঙ্গভঙ্গ রঙ্গ দেখে চিনিবারে নারি ।।
সকলেই করে কর, করিছে দলন।
সকলেই মুখে মুখ, করিছে চুম্বন ।।
দেখিয়া অবাক মোরা, বাঁচি না লজ্জায়।
কেবা কার চেনা ভার, এত বড় দায় ।।
এ দেখে এ দেশে নারী-স্বাধীনতা কাজে।
মত দিতে বিধিমতে হৃদে শেল বাজে ।।
সুরেশ্বরী ধান্যেশ্বরী বোতল সহায়।
উপস্থিত হইলেন আসিয়া কয়ায় ।।
গলবস্ত্রে কত বাবু করে জোড় কর।
কত মতে করিতেছে মায়ের আদর ।।
বারাঙ্গনাগণ সবে প্রাঙ্গণে আসিয়া।
কহিছে কাতরে কত মিনতি করিয়া ।।
থাক মা এপারে থাক সুরার ঈশ্বরী।
সেবিব তোমারে মোরা, ওমা ধান্যেশ্বরি ।।
সাহেবেরা করিবে না তোমার আদর,
ক্ষতি নাই তাতে দুখ, করো না অন্তর ॥
আমরা করিব সেবা, তোমার চরণ।
গটুহেল ক'রে দিব, রাঙ্গা মুখগণ ।।

আসিতে দিও না কাছে, সাহেবের দল।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥

শিকলে আঁটিয়া কল দোলাইল কত।
রথ কল টানা কল, কল নানা মত ॥
জল তোলা, মাটি কাটা, কাদা করা কল।
কত কল পন্টুনেতে, মরি কি কৌশল ॥
সূত্রধর বুন কুলি, খাটে অগণন।
প্রাণপণে খাটে কত দেশী বাবুগণ ॥
শিকলে আঁটিয়া কত বড় বড় চঙ্গ।
পুঁতেছে গৌরীর গর্ভে ক'রে নানা রঙ্গ ॥
ধপ ধপ করে ওঠে, এঞ্জিনের ধূম।
পন্টুনে গৌরীর গর্ভে লেগে গেল ধূম ॥
গৌরীজল কলে ওঠে এত বল ক'রে।
দু দিন শুকায়ে গৌরী যেন যাবে ম'রে ॥
ছলে বলে সুকৌশলে গৌরীর বুকেতে।
ক্রমে লৌহস্তম্ভ সব লাগিল পুঁতিতে ॥
পাথর ফেলিল কত গৌরীর জীবনে।
মারিবে জীবনে গৌরী আশা আছে মনে ॥
তরঙ্গের রঙ্গ আর দেখা নাহি যায়।
কেবল কান্দিছে গৌরী ক'রে হায় হায় ॥
এদিকে খালাসী দল আল্লা আল্লা ব'লে।
পুঁতিছে লোহার থাম জাঁতা কলে বলে ॥
হা ইলেছা ব'লে সবে টানিতেছে কল।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল।

কারো কারো বাসায় নিশিতে বড় রং।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ দেয় সং ॥
সাহেব মাতিছে মদে বিড়ালাক্ষী নিয়ে।
পড়িছে বিবির গায় ঢলিয়ে ঢলিয়ে ॥

মাতামাতি লাফালাফি কত গীত গায়।
তালে তালে নাচিতেছে শাখামৃগ প্রায় ।।
সেরী চেরী ব্রাণ্ডি ধরা মেজের উপরে।
সেজের আলোয় আরো বড় শোভা করে ।।
যার যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেছে পান।
দারা রারা সুরে কেহ করিতেছে গান ।।
কোন বিবি সুরা ঢালি গেলাসেতে করি।
দিতেছে সাহেব-মুখে আ মরি আ মরি ।।
বিড়ালাক্ষী শাদামুখী ধবল বসন।
বাতির আলোতে আরো উজ্জ্বল বরন ।।
বুক উচ্চ কুচ গিরি অর্দ্ধ আবরণ।
কে বলিবে আছে তার উপরে বসন ।।
শান্তিপুরে ডুরে পরা আমাদের মেয়ে।,
শতগুণে ভাল তারা বিবিদের চেয়ে ।।
ওদিকে কতক বাবু ব'সে নানা দলে।
কেহ ব'সে গীত গায় কেহ পড়ে ট'লে ।।
ধান্যেশ্বরী ভাজা চাল, ভাজা ছোলা নিয়ে।
এ উহার গালে দেয় আমোদে মাতিয়ে ।।
দিশী মদ দিশী বাবু দিশী বিবিগণ।
সাদা জলে রাঙ্গা চ'ক সাদা করি মন ।।
তবলার বোলে মন উঠিছে ফুলিয়া।
নাচিছে কামিনীকর আদরে ধরিয়া ।।
উন্মত্ত হইয়া কেহ বারনারীসনে।
কি আশে বিদেশে আসা নাহি ভাবে মনে ।।
কোন বাবু শিরে পাগ বাঁধিয়া তথায়।
চামর লইয়া হাতে রামায়ণ গায় ।।
ধিক ধিকা নাচ আর কেদারার বোল।
গাঁজাখুরি গানে আরো বাড়িতেছে গোল ।।

বেড়াইতেছে বারনারী বাজাইয়া মল।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥
প্রভাতে বাজিল বাঁশি কামারশালায়।
যার যার যেই কাজ সেই কাজে যায় ॥
কর্ম্মশালে কি কৌশল করিয়াছে কলে।
সব কল চলিতেছে এঞ্জিনের বলে ॥
এঞ্জিনে ঘুরিছে চাকা চক্ষের পলকে।
ধাঁদা লেগে যায় চক্ষে অগ্নির ঝলকে ॥
কত কল কত চাকা ঘোরে অনিবার।
কেবল এঞ্জিন সব কল মূলাধার ॥
চিরিতেছে বাহাদুরি কাঠ শত শত।
লোহাতে চিরিছে লোহা কত আর কত ॥
সুরকি হইছে ইটে সিন্দুরের প্রায়।
যার যাহা ইচ্ছা করে এঞ্জিন প্রভায় ॥
ওদিকে রথের কলে শিকল আঁটিয়া।
বড় বড় চোঙ্গ আনে অনাসে টানিয়া ॥
তিনশত লোকে যাহা টানিলে না চলে।
ছয়জন টানি লয় কলের কৌশলে ॥
কত বল ধরে কল কৌশল এমন।
শত মন লোহা লয়ে যায় দুইজন।
থাম পোঁতা হলো শেষ বিশেষ যতনে।
টানিতে গার্ডার সবে হরষিত মনে ॥
এখন ভাবনা নাই থাম পুঁতিয়াছি।
বান্ধিব বান্ধিব সেতু ভরসা পেয়েছি ॥
গার্ডার টানিতে কত আহত হইল।
অর্থলোভে কত চাষা প্রাণ হারাইল ॥
ঘুরিছে উপরে কল শিকল লইয়া।
হঠাৎ ছুটিল হাত, মরিল পড়িয়া ॥
মাথা ভেঙ্গে ঘাড় ভেঙ্গে পড়ে কত জন।
হস্ত পদ ভাঙ্গা কত কে করে গণন ॥

হস্ত পদ ভাঙ্গিতেছে পড়িতেছে পায়।
তবু জোর করি লয় ডাক্তারখানায়॥
নেটিভ ডাক্তার তারা প্রসন্ন এয়ার।
এয়ার সিবিল বটে সাহেব এয়ার॥
হস্ত পদ ভাঙ্গা পেলে কেটে ফেলে তায়।
আর্ত্তনাদে কান্দে সবে করে হায় হায়॥
গার্ডার টানিতে সবে হইল কাতর।
দিবস-রজনী কাজ করে নিরন্তর॥
লোরী কলে ঠেলিতেছে—ধন্য রে কৌশল।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল॥
গার্ডার লাগান শেষ হইল যখন।
আনন্দে মাতিল সব কর্মচারিগণ॥
শ্বেত পীত লাল নীল পতাকা বিস্তর।
বান্ধিয়া গার্ডার শিরে সাজায় তৎপর॥
অগণন জনগণ দাঁড়ায় দুকূলে।
সেতু বান্ধা হলো শেষ দেখে কুতূহলে॥
তরী আরোহিয়া কত শ্বেতকায়গণ।
আসিছে গৌরীর সেতু করিতে দর্শন॥
দিনমণি অস্ত যায় পশ্চিম অচলে।
দেখিয়া চলিছে কল আর বলে বলে॥
গার্ডার লাগান সাবা হইল যখন।
আনন্দসাগরে মন ভাসিল তখন॥
করতালি কোলাকুলি হুবে হুরে বোল।
তিন ঘন্টা হলো তবু নাহি গেল গোল॥
মশাল করিয়া হাতে নাচিতে লাগিল।
হরষে সরস প্রাণ আকুল হইল॥
কেহ বোটে কেহ তীরে কেহ বা নৌকায়।
করিতেছে লাফালাফি যত শ্বেতকায়॥

এতদিনে হলো আজ শ্রমের সফল।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥

সেতু বেঁধে লৌহ-হার লয়ে গেল পারে।
ধন্য রে বিলাতী বুদ্ধি ধন্য বে সবারে ॥
পূর্ব্বপারে লৌহ-হার গেল কত দূর।
রথে চড়ি দেখিবেন মেয়ো বাহাদুর ॥
এ রথ সে রথ নয় মনোরথ-গতি।
আসিবেন বাষ্পরথে চড়ি মহামতি ॥
সমস্ত ভারতভার শিরে আছে যাঁর।
সহিবে গৌরীর সেতু আজি তাঁর ভার ॥
লেসলীর কারিকুরি আজি জানা যাবে।
যদি সেতু ঠিক রয় পুরস্কার পাবে ॥
আমপাতা বাঁশপাতা গাঁদাফুল দিয়া।
রাখিল মনের মত সেতু সাজাইয়া ॥
দুব দুব করিতেছে লেসলী-হৃদয়।
না জানি আমার ভাগ্যে আজি কিবা হয় ॥
শারীরিক মানসিক পরিশ্রম যত।
বুঝি আজ ভাগ্যদোষে সব হয় হত ॥
কত অর্থ ব্যয় হলো আমার কথায়।
যদি সেতু নাহি রয় কি হবে উপায় ॥
লোকের গঞ্জনা প্রাণে সহিবে কেমনে।
জীবন ত্যজিব আজি গৌরীর জীবনে ॥
লর্ড মেয়া বাহাদুর গুণের আধার।
দেখিবেন গৌরী-সেতু সবে চমৎকার ॥
সেতু উপলক্ষ করি হবে আগমন।
কাসিমপুরেতে তাঁর হবে পদার্পণ ॥
কাশীতুল্য মান্য হবে কাসিমপুরের।
নবতীর্থস্থান হবে কুল উদ্ধারের ॥

দর্শনে পাইবে ফল মোক্ষফল সবে।
এ তীর্থে ধর্ম্মের ভেদ কিছু নাহি রবে ॥
সকল ধর্ম্মেতে হবে সম অধিকার।
দেখা মাত্র শত কুল হইবে উদ্ধার ॥
লর্ড মেয়ো বাহাদুরে দেখিবার তরে।
গৌরীর দু-তীরে লোক কোলাহল করে ॥
কেহ বলে ঐ দেখো দেখা যায় ধূম।
আসিছে কলের গাড়ী ক'রে কত ধূম ॥
দেখিতে দেখিতে রথ নক্ষত্র-সমান।
ধূম ছাড়ি হুড়হড়ি করিল প্রস্থান ॥
চক্ষের পলকে সেতু হয়ে গেল পার।
দেখে চমকিত লোক সন্তোষ অপার ॥
থামিল রথের গতি সেতু পার হয়ে।
দেখিল ওপার-বাসী নিকটেতে রয়ে ॥
মহামান্য গণনীয় মহোদয়গণ।
লর্ড মেয়ো বাহাদুর অতি বিচক্ষণ ॥
নামিলেন রথ হতে লয়ে দল বল।
ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥
যমুনা পদ্মার সনে মিলেছে যথায়।
হার লয়ে সবে ব'সে ভাবিছে তথায় ॥
ঢাকায় হলো না যাওয়া, হলো না এবার।
সাধ্য নাই পদ্মা-পারে লয়ে যাইবার ॥
কিছু দিন এই স্থানে থাকিতে হইল।
সম্মুখে আসিয়া পদ্মা বড় বাধা দিল ॥
এদিকে গৌরীর সেতু করি দরশন।
লর্ড মেয়ো করিলেন রথে আরোহণ ॥
হুইল ঘুরিল জোরে বাঁশরী বাজিল।
হুস্ হুস্ করি কল চলিতে লাগিল ॥

গৌরী-সেতু হলো শেষ বিশেষ জানিয়া।
হরষে সকলে যায় আবাসে চলিয়া ॥
ঢাকায় চলিয়া গেল ঢাকাই বাঙ্গাল।
শিলটে শিলটী যায় বাঁধিয়া জাঙ্গাল ॥
বাবুগণ বিবি লয়ে হইলেন পার।
সঙ্গে করি লইলেন যার যার তার ॥
ক্রমে ক্রমে সব গেল কিছু রহিল না।
দুদিনে ভাঙ্গিল ঘর কিছু থাকিল না ॥
কেবল রহিল হজ্ সেতুর রক্ষক।
রক্ষক বলিছে কিন্তু নামেতে দর্শক ॥
অকস্মাৎ একদিন সেতু-দরশনে।
গিয়ে প্রাণ গেল তার গৌরীর জীবনে ॥
সেতু' পরি চড়ি জল মাপিছে যখন।
অমনি গৌরীর গর্ভে হইল পতন ॥
আর কি উঠিতে পারে গৌরী-গর্ভ হতে।
হজের হরিল প্রাণ দেখিতে দেখিতে ॥
কান্দিছে হজের মেম করি হায় হায়।
সেম্ সেম্ ও গোরাই যাব রে কোথায় ॥
হায় কটি ছেলেমেয়ে অপোগণ্ড দল।
কোথা যাবে কি খাইবে ও গোরাই বল্ ॥
হজ মল হেজ এলো কিছুদিন তরে।
অঙ্গনা লইয়ে রঙ্গে কত মজা করে ॥
হইল না চির-সুখী তাহার কপাল।
ইয়ং হইল কর্ত্তা নন্দের গোপাল ॥
ধন্য রে লেসলী তোর ধন্য বুদ্ধিবল।
বাঁধিলে গৌরীতে সেতু ধন্য রে কৌশল ॥